উপস্থিত- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ

২য় সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম

অদ্য আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। প্রার্থীকপক্ষ অনুপস্থিত, অপরদিকে প্রতিপক্ষ হাজির। অতপর নথি আদেশের জন্য গ্রহণ করলাম।

প্রার্থীপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

প্রার্থীপক্ষ বাদী হয়ে বিবাদী-প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় অপর ২১/২০০৭ মোকদ্দমা আনয়ন করেছিলেন। মামলাটি অধিকতর শুনানী পর্যায়ে প্রার্থীক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং করোনা প্রাদুর্ভাবের কারনে নিযুক্তীয় কৌসুলির সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। বিগত ১৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রার্থীকপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি অধিকতর শুনানীর জন্য আবেদন উহা নামঞ্জুরক্রমে মামলাটি খারিজ হয়। পরবর্তীতে প্রার্থীক বিগত ২৫/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখে খারিজের বিষয়টি জানতে পারেন। খারিজাদেশের দিন অসুস্থতা হেতু তদবির গ্রহন ব্যর্থতা বাদী-প্রার্থীকের অবহেলাজনিত ত্রুটি নয়। প্রার্থীকপক্ষ মূল মামলা পরিচালনায় আগ্রহী। প্রার্থীকপক্ষ উক্ত অপর ২১/২০০৭ নম্বর মূল মোকদ্দমার বিগত ১৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখের খারিজাদেশ রদ রহিতক্রমে মূল মোকদ্দমাটি পুনর্বহালের প্রার্থনায় ৮৯ দিন বিলম্বে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন। প্রার্থীকপক্ষ পৃথক দরখাস্ত দাখিল করিয়া উক্ত বিলম্বের মার্জনা প্রার্থনা করেন।

অন্যদিকে, ১(ক)-১(ঘ)/৩ নম্বর বিবাদী প্রতিপক্ষ আপত্তি দাখিল করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। প্রতিপক্ষের মূল বক্তব্য এই যে, বিগত ১৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে মামলাটি অধিকতর ছুড়ান্ত শুনানী পর্যায়ে প্রার্থীকপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা অসুস্থতার কারন দেখিয়ে শুনানীর জন্য সময়ের আবেদন করেন। বিজ্ঞ আদালত শুনানীর জন্য তৈরী হবার নির্দেশ প্রদান স্বত্বেও শুনানী করেননি। যার প্রেক্ষিতে মামলাটি খারিজ হয়। প্রার্থীকপক্ষ অত্র মিস মামলা ০৩ মাস তামাদি মেয়াদ অতিক্রান্তে দায়ের করেন এবং তামাদির বিষয়টি দরখাস্তে উল্লেখ করেননি। এমতাবস্থায় প্রার্থীপক্ষের আনীত দরখাস্ত তামাদি দ্বারা বারিত বিধায় অত্র মিস মামলা নামঞ্জুরাদেশ প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয়সমূহ ঃ

১) অপর ২১/২০০৭ নম্বর মোকদ্দমার বিগত ১৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ রদ রহিত যোগ্য কি না?

২) প্রার্থীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

প্রার্থীপক্ষ ০১ জন সাক্ষী সৈয়দুল হক (Pt.W.1) এবং প্রতিপক্ষ ০১ জন সাক্ষী সামছুন্নাহার (Op.W.1) কে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে হাজির করেছেন। Pt.W.1 এবং Op.W.1 জবানবন্দি প্রদান করতঃ দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তির বক্তব্য কে সমর্থন করেছেন।

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও ২ ঃ

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গৃহীত হলো।

মিস্ মামলার দরখাস্ত, লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের জেরা জবানবন্দি ও নথি পর্যালোচনা করলাম। সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রার্থীপক্ষ মূল মামলা খারিজ আদেশের দিন প্রার্থীকের অসুস্থতা হেতু উপস্থিত হতে না পারায় যথাযথ তদবির গ্রহন করতে পারেননি মর্মে দাবি করেছেন। সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আরো প্রতীয়মান হয়, প্রার্থীকপক্ষ খারিজাদেশের তারিখে শুনানীর জন্য সময়ের প্রার্থনা করলেও অত্র আদালত তা নামঞ্জুর করেন। নথি দৃষ্টে দেখা যায়, মামলাটি বাদীপক্ষের অধিকতর সাক্ষী শুনানী পর্যায়ে খারিজ হয়। তৎ পূর্বে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারনে দীর্ঘদিন সাক্ষী শুনানী করা সম্ভবপর হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। পরবর্তীতে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বিগত ১৬/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রথম সাক্ষী শুনানীর জন্য ধার্য হয়। উক্ত তারিখে প্রার্থীকপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি সাক্ষী শুনানীর জন্য সময়ের প্রার্থনা করলেও আমার পূর্ববর্তী আদালত উহা নামঞ্জুরক্রমে মামলাটি খারিজ করেন। যেহেতু প্রার্থীক পক্ষে তাহার আইনজীবী খারিজ আদেশের দিন হাজির হয়ে প্রার্থীকের জন্য সময়ে নিবেদন করেছিলেন সুতরাং প্রার্থীপক্ষের মামলা পরিচালনায় অনীহা আছে এরুপ ভাবার অবকাশ নেই। স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে, করোনা প্রদুর্ভাব থাকাকালীন দীর্ঘদিন বিচার কার্যক্রম স্থবির থাকায় প্রার্থীকপক্ষ স্বাভাবিক পরিস্থিতির প্রথম তারিখে হাজির না হয়ে বিজ্ঞ কৌসুলির মাধ্যমে সময়ের প্রার্থনা করেছিলেন এবং এ বিষয়টি নমনীয় দৃষ্টিতে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি এবং ইহাতে প্রকৃত ন্যায়বিচার হবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি। দরখাস্ত আনয়নে ৩ মাস ১৬ দিন বিলম্ব হলেও বিলম্বের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক। অত্র মিস মামলা ন্যায় বিচার স্বার্থে মঞ্জুর হওয়া আবশ্যক। সুতরাং অত্র মিস্ মামলা মঞ্জুরযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। অতএব, বিচার্য বিষয়দ্বয় বাদী-প্রার্থীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মিস্ মামলা ১(ক)-১(ঘ)/৩ নম্বর বিবাদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে মঞ্জুর হলো।

এতদ্বারা মূল মোকদ্দমায় গত ১৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখের খারিজাদেশ রদরহিত করা হলো। মূল মোকদ্দমাটি উহার পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে মূল অধিকতর সাক্ষী শুনানী পর্যায়ে

আগামী ---------- খ্রিঃ তারিধ ধার্যে পুনর্বহাল করা হোক।